জীবের স্বতন্ত্রতা

জীবের সুখ-দুঃখ, পাপ-পূণ্য ও ভাল-মন্দের জন্য কে দায়ী?

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালী চিড়িয়ামোড়, কলকাতা-৫২

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের

কৃপায়

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ

কর্তৃক

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ

কৈখালী চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা-৫২

হইতে প্রকাশিত

শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী, ৫২৬ গৌরাব্দ, ২০১১ খৃঃ

এই গ্রন্থের বিষয়ে আগ্রহী পাঠকগণ যোগাযোগ করতে পারেন

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ

কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ ধাম, নদীয়া

মোবাইল ঃ ৯৮৩১২৪৭১৯১

জীবের স্বতন্ত্রতা

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সব্বভূতানি-যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।" গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব, পর ও মধ্য—এই তিনের সঙ্গতি দ্বারা বুঝা আবশ্যক। পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যত কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। ঈশ্বর মায়ার দ্বারা সর্ব্বভূতকে ভ্রামিত করান। 'যন্ত্রারূঢ়'—শব্দে 'সূত্রসঞ্চারাদি-যন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম পুত্তলবৎ সর্ব্বভূত, অথবা 'যন্ত্রারূঢ়' শব্দে—"শরীরারূঢ়" ও বুঝায়। সর্ব্বভূতকে চালিত-করণে পরমেশ্বর সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব-বিধান করেন না। 'মায়য়া' তিনি মায়া বা নিজ-শক্তির দ্বারা পরিচালিত করেন। মায়া দুই প্রকার—'যোগমায়া' ও 'জড়মায়া'। বিমুখজীব যখন বিমুখতা বরণ করে, তখন তাহার

উপর জড়মায়ার কার্য্য—জীব তখন জড়মায়ার দ্বারা ভ্রামিত হন, আর উন্মুখজীব যখন উন্মুখতা বরণ করেন, তখন যোগমায়া তাঁহাকে সাহায্য করেন।

বিমুখতা বা উন্মুখতা-বরণ—জীবের স্বতন্ত্রতা। জীব—তটস্থ। বিমুখতা ও উন্মুখতা—এই উভয় দিকে জীব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে। যখন জীব বিমুখতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি জড়মায়া তাঁহাকে সংসারচক্রের ক্রীড়া-পুত্তলি করিয়া সংসারে ভ্রামিত করায়। যন্ত্রারূঢ় জীব এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া নিজস্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের জন্য নির্ব্বেদগ্রস্ত হইলে যখন উন্মুখ হইবার জন্য সচেষ্ট হয় অর্থাৎ স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে যা আনুগত্যময়ী স্বতন্ত্রতা বরণ করে, তখন পরমেশ্বরের যোগমায়া জীবকে উন্মুখতার পথে চালিত করেন।

পরমেশ্বর জীবের নিয়ন্তা হইলেও তিনি জীবের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতার হন্তারক নহেন। জীব জড় পুত্তল নহে যে তাহাকে যেদিকে চালনা করা যায়, সে সেই দিকেই যায়। যদি তাহাই হইত, তবে 'জীব' ও জড়ে কোন পার্থক্যই লক্ষিত হইত না। জীবকে 'জড়' বলা—নাস্তিকতার আবাহন-মাত্র। জীব যখন স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্রতার ব্যবহার বা প্রয়োগ করিয়া কোন কার্য্য করে, ভগবান্ তখন স্বীয় মায়া বা স্বশক্তির দ্বারা সেই কার্য্যের ফলদান করিয়া থাকেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, জীবই যদি কর্ম্মের ও সুখ-দুঃখানুভবের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কোথায় থাকে? তদুত্তর এই যে, জীব—হেতু-কর্ত্তা এবং ঈশ্বর—প্রযোজক-কর্ত্তা। জীব-নিজ কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং ভাবিকর্ম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগে ও কার্য্যকরণে

প্রযোজক-কর্ত্তা-রূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, জীব—ফলভোক্তা।

গীতার আলোচ্য শ্লোক ও তাহার পূর্ব্বাপর-শ্লোকের সহিত আলোচ্য শ্লোকের বিচার করিতে হইলে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তই সম্প্রকাশিত হয়। যদি জীবের কোনও স্বতন্ত্রতা না-ই থাকিত, জীব যদি জড় ক্রীড়া-পুত্তলির ন্যায় বস্তুই হইতেন, তবে ভগবানের আলোচ্য শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী

—"স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা। কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।। (গীঃ ১৮।৬০) শ্লোকের অবতারণার কোনও আবশ্যকতাই ছিল না কিংবা অব্যবহিত পরবর্ত্তী-শ্লোকেরও কোনই প্রয়োজন ছিল না—"ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যাসি শাশ্বতম্।। (গীঃ ১৮।৬২)। আলোচ্য-

শ্লোকের পূর্ব্ববর্তী শ্লোকের অর্থ এই—হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা মোহবশতঃ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বকর্ম্ম-দ্বারা অবশ হইয়া তুমি সেই কার্য্যই করিবে। তাহা হইলে এখানে জীবের মোহবশতঃ কার্য্য করিবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা অর্থাৎ প্রবৃত্তি বা স্বতন্ত্রতা আছে, আর জীবের স্বভাবজাত স্বকর্ম্মও আছে, যে-জন্য জীব 'হেতুকর্ত্তা'। যখন জীব এইরূপ হেতুকর্ত্তা হইলেন, তখন ভগবান্ জীবকে 'অবশে' অর্থাৎ যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রামিত করান; এখানেই ঈশ্বরের প্রযোজক-কর্ত্তৃত্ব। এখানে জীব নিজ-কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী এবং ভাবিকর্ম্মের উপযোগী হইল, জীবের অবশে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সেই ফলভোগ বরণ করিয়া লইতে হইল। সুতরাং এখানে ঈশ্বরের ফলদাতৃ-সূত্রে নিয়ন্তৃত্ব;

জীবের স্বতন্ত্রতার ব্যবহারজনিত কর্ম্মের কর্ত্তা-সূত্রে কর্ত্তৃত্ব। জীব যদি একান্ত অস্বতন্ত্র জড়পুত্তলিবৎ বস্তুই হইত, তাহা হইলে 'নেচ্ছসি', 'স্বেনকর্ম্মণা' প্রভৃতি শব্দই তাহার সম্বন্ধে উক্ত হইতে পারিত না। একান্ত অস্বতন্ত্র বস্তুর আবার 'স্বকর্ম্ম' কোথায়? তাহার 'ইচ্ছাই' বা কোথায়? আর তাহাকে প্রেরণা ও উপদেশ দিবারই বা আবশ্যকতা কি? ঈশ্বর যখন জীবের হৃদয়ে বসিয়াই তাহাকে যন্ত্রের ন্যায় ঘুরাইয়া দিয়া থাকেন, জীবের যখন মোটেই কোনও স্বাধীনতা তিনি প্রদান করেন নাই, ভাল-মন্দ সমস্ত কর্ম্মই যদি ভগবানই জীবকে করান, তাহা হইলে ভগবানের উপদেশ দেওয়ারই কোন আবশ্যকতা নাই। ভগবান্ যন্ত্রের ন্যায় বা কলের ন্যায় জীবকে ঘুরাইয়া দিলেই ত' হয়, তাহাতে শরণ গ্রহণ করিবার আবার উপদেশ

দেন কেন? ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সসি শাশ্বতম্।। "—হে ভারত, তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও। তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।" এখানে ভগবান্ জীবকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলেন কেন? নিয়ন্তৃ ঈশ্বরই ত' জীবরূপ জড়যন্ত্রের কল টিপিয়া দিয়া তাঁহাকে শরণাগত(?) করাইতে পারিতেন। শুধু এই শ্লোকে নয়, সমগ্র গীতাশাস্ত্রের উপদেশই তাহা হইলে ব্যর্থ হইয়া যায়। শ্রীগীতার চরম শ্লোকও তাহা হইলে ভগবানের একটা ফাজ্‌লামী(?) হইয়া পড়ে—"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।" সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ

করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। জীব যদি সম্পূর্ণ অস্বতন্ত্রই হয়, তাহার যদি বিন্দুমাত্র স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার করিবার শক্তিরূপ স্বাধীনতার বৃত্তিদ্বয় না থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ 'পরিত্যজ্য' ও 'শরণং ব্রজ' কথা বলিলেন কেন? অস্বতন্ত্র বস্তু কি কোন বস্তু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে পারে? অস্বতন্ত্র বস্তু কি শরণ গ্রহণ করিতে পারে? তাহা হইলে কে পারে? পূর্ব্বে যে ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যহার করিয়া ইতর ধর্ম্ম-সমূহ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া সেই সকল ইতর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে। এই উভয় কার্য্যেই জীবের স্বতন্ত্রতার বৃত্তি পরিস্ফুট। ধর্ম্মগ্রহণেও জীবের স্বতন্ত্রতা, ধর্ম্ম পরিত্যাগেও জীবের স্বতন্ত্রতা। ভগবান্ জীবের স্বতন্ত্রতার এই উভয় বৃত্তির হন্তারক হইয়া

জীবকে জড়বস্তুর অন্তর্গত না করিয়া জীবকে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের উপদেশ-মাত্র শ্রবণ করাইয়া তাহাকে স্বতন্ত্রতা-রত্নেরই উত্তম অধিকারী করিয়া থাকেন। জীব যখন স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিল অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিল কিংবা সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিল বা অপর ভাষায় হেতুকর্ত্তা হইল, তখন পরমেশ্বর প্রযোজক-কর্ত্তারূপে জীবকে "পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।" "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" প্রভৃতি বাণী শ্রবণ করাইয়া জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

কাজেই জীবের স্বতন্ত্রতার হন্তারক হইবার ছলে যাহারা নিজ-নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-জনিত অসৎ

কর্ম্মগুলি ভগবানেরই প্রেরণায় ও নিয়ন্তৃত্বে কৃত বলিয়া আত্মদোষ-ক্ষালনের দুরভিসন্ধি প্রদর্শনার্থ যত্নবান হয়, তাহাদের চেষ্টা কোনও দিন শাস্ত্র-দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না। তাহাদের ন্যায় জীবের শত্রু ও আত্মশত্রু আর কেহ নাই। স্বাধীনতা কে না চায়? সকলেই স্বাধীনতার পিপাসু। এই বিকৃত প্রতিফলিত জগতে পর্য্যন্ত বিকৃত ও খণ্ড স্বাধীনতার জন্য কত না 'রাষ্ট্রবিপ্লব' কত না কিছু প্রতিনিয়ত হইতেছে, ইহা বর্ত্তমানযুগকে আর অধিক করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু সেই বিকৃত ও খণ্ডিত স্বাধীনতার মূল বিম্ব-স্বরূপ নিত্য বাস্তব স্বাধীনতাকে—কেবল বিরূপের কুকার্য্যগুলিকে যাহারা আপাত সমর্থনের জন্য লুপ্ত করিবার প্রয়াসী, তাহাদের মত জীব-বিদ্বেষী, জীব-শত্রু ও ভগবানের বিদ্বেষী আর

কে আছে? মায়াবাদি-সম্প্রদায় বৈষ্ণব-সুদর্শনের এই তাৎপর্য্য-সৌন্দর্য্যটী ধরিতে পারে না। তাহারা জীবের জীবত্ব, স্বাধীনতা, ভগবানের ভগবত্তা—সমস্তই 'লুপ্ত', 'শূন্য', করিয়া কাল্পনিক আনন্দানুভবের রাজ্যে (?) বিচরণ করিতে চাহে!

জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও জীব পরমেশ্বরের ন্যায় পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র নহে। জীব যেরূপ অণু, তাহার স্বতন্ত্রতাও সেইরূপ সীমাবদ্ধ। পাঁচ হাত পরিমাণ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ গাভীর পাঁচ হাতের মধ্যে বিচরণ ও তৃণাদি ভক্ষণের স্বাধীনতা আছে সত্য, কিন্তু দশ হাতের মধ্যে বিচরণ করিবার বা সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার স্বাধীনতা তাহার নাই। জীবের স্বতন্ত্রতা সীমাবদ্ধ বলিয়াই তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার আছে, তাহা পরমেশ্বরের শক্তি মায়ার

দ্বারা গ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতায় 'অপব্যবহার'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। স্বরাট্ পরমেশ্বর স্বতন্ত্রতার যেরূপ ভাবেই ব্যবহার করেন, তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুসমন্বিত হয়। এজন্য ভগবানের লাম্পট্য, চৌর্য্য, জন্মপরিগ্রহ, একপত্নী-গ্রহণ, বহু পত্নী-গ্রহণ, পরোঢ়া-গ্রহণ—সকল লীলাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তাহা জীবের ন্যায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারজনিত 'কর্ম্ম' নহে। তাহা নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়ের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পূর্ণতমা স্বতন্ত্রতার বিজয়পতাকা শ্রীচৈতন্যদাসানু-দাসগণই এই সুন্দর সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়া জগৎকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। (গৌড়ীয় ১০।৫৭৯-৫৮১)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের হরিকথা

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"

(গীতা ১৮।৫৫)

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধায়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।"

(ভাঃ ১১।১৪।২১)

পণ্ডিত। মায়া কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া"—যা'কে মেপে নেওয়া যায় সেটাই মায়া। ভগবান্—মায়াধীশ, তাঁ'কে মাপা যায় না। যেখানে ভগবান্‌কে মেপে নেওয়ার চেষ্টা দেখান হয়, তাহাই 'মায়া'—'ভগবান্' নহে; মা—যা=মায়া। Christan Theology-তে (খৃষ্টিয় ধর্ম্মতত্ত্বে) যেমন Godhead (ঈশ্বর-তত্ত্ব) একটা আলাদা, Satan (শয়তান) একটি

আলাদা, ভাগবতের কথিত 'মায়া' সেরূপ নহে। ভাগবত-স্কুলের মতে 'মায়া' পূর্ণ পুরুষ ভগবানের Condemred State-এ (গর্হিতভাবে) আছে— মায়াবশযোগ্য 'অণুচিৎ'-এর প্রতি বিশেষরূপে দণ্ডবিধান করবার জন্য।

"ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।"
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।"

গীতা ৭।৪-৫

এই অপরা শক্তিই—মায়াশক্তি। অপরা শক্তি নিরীশ্বর কপিলের "চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব" হ'য়ে, কখনও বা বৈশেষিকের "পরমাণু" হ'য়ে, কখনও জৈমিনির "অভ্যুদয়বাদ" হ'য়ে, কখনও গৌতমের "ষোড়শ

পদার্থ" হ'য়ে, কখনও পতঞ্জলির "বিভূতি-কৈবল্যাদি" হ'য়ে কখনও বা "ব্রহ্মানুসন্ধানের ছলনা" নিয়ে অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবকুলকে বাহ্য জগতের ক্রিয়ার মুগ্ধ করছে—Misunderstanding (বুঝতে ভুল) করাচ্ছে।

পন্ডিত। এরূপ কেন হচ্ছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। জীবের Free will (স্বতন্ত্রতা) রয়েছে ব'লে।

পন্ডিত। তা' হ'লে—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।"—গীতার (১৮।৬২) এই বাক্যের সার্থকতা কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। গীতার এই বাক্য ত' ঐ কথাই সমর্থন করেন। বিষ্ণুই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম্ম ক'রে থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ

ফলই দান করেন। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বরের প্রেরণা দ্বারা কার্য করতে থাকে। জীব হেতু-কর্তা, আর ঈশ্বর—প্রযোজক-কর্তা। জীব নিজ কর্ম্মের কর্তা হ'য়ে যে ফলভাগের অধিকারী এবং যে ভাবী কর্ম্মের উপযোগী হচ্ছে, সে সকল ফলভোগ ও কার্য-কারণে প্রযোজক কর্তারূপে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব র'য়েছে। ঈশ্বর ফল-দাতা, আর জীব ফল-ভোক্তা।

পণ্ডিত। জীবের 'স্বতন্ত্রতা' থাকিল কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। জীব বিভু-চৈতন্য পরমেশ্বরের অণু-অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জলধর্ম্ম অণু পরিমাণে র'য়েছে। বিভু ভগবান্—পরম স্বতন্ত্র, অণুচিৎ জীবেও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা র'য়েছে।

পণ্ডিত। জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার কি ভগবৎপ্রেরণীয়?

শ্রীল প্রভুপাদ। ভগবৎপ্রেরণায় হ'লে ত' তদ্বারা ভগবৎসেবাই হ'ত। ভগবদ্বিস্মৃতি হ'ত না।

পণ্ডিত। তা' হলে "ভগবানের ইচ্ছার উপরই সমস্ত নির্ভর করে"—এ সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়? আমি তর্ক করবার ইচ্ছায় এ' সকল প্রশ্ন করি নাই, আপনি মহাপণ্ডিত ও পরম ভক্ত, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। তিলকের হিন্দি গীতায় তুকারামের একটি অভঙ্গ পড়েছিলাম, তাঁ'র তাৎপর্য এই—হে ভগবান্! আমার কর্ম্মই যদি আমাকে উদ্ধার করল্, তা' হ'লে আর তোমার দরকার কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। ভাগবত (১০।১৪।৮) এর জবাব দিয়েছেন,—

**"তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।"**

—ইহ জগৎ হইতে যাঁ'র ছুটী পাওয়ার যোগ্যতা হ'য়েছে, তিনি বিচার করেন—পরম মঙ্গলময় ভগবানের উপর যদি দোষগুলি চাপিয়ে দেওয়া যায়, তা' হ'লে সেবাবৃত্তির অভাব হওয়ায় কোন দিনই মুক্তিলাভ করা যেতে পারে না। কিন্তু চেতনময়ী সেবোন্মুখতার সৌভাগ্যে যিনি সমস্ত অসুবিধাকে 'ভগবানের অনুগ্রহ' বা 'দয়া' বিচার ক'রে ভগবানের প্রতি আরও অধিকতর আকৃষ্ট হন, তিনিই অনায়াসে মুক্তিপদের অধিকারী।

পণ্ডিত। তা' হ'লে আমরা যে পাপ করি, তাও কি ভগবানের দয়া?

শ্রীল প্রভুপাদ। না, তা নয়। পাপের প্রবৃত্তি দিয়েছেন আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য—যেমন শিশুর অন্নপ্রাশনের সময় পিতামাতা শিশুর রুচি পরীক্ষা কর্‌বার জন্য শিশুর কাছে পয়সা কড়ি, খই,

ধান, ভাগবত পুঁথি প্রভৃতি রেখে থাকেন, শিশু রুচি অনুসারে সেইগুলি গ্রহণ করে; উপনয়নের সময় যেমন আচার্য মানবের বৃত্তি পরীক্ষা ক'রে থাকেন। ভগবানের নির্দ্দয়তা জিনিষটা বহির্ম্মুখ মানবজ্ঞানে এসে উপলব্ধি হচ্ছে; তাঁকে 'দণ্ড' ব'লে গ্রহণ করলে 'Serving temper' (সেবাবৃত্তি) বা attraction for God-এর (ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্তির) অভাব হচ্ছে, বুঝা গেল। তিনি সর্ব্বাশ্রয়; তাঁ'র কাছে আশ্রয় পা'ব ব'লে যে আশা ক'রে যায়, ভগবান্ তা'র ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁ'র আশ্রয়প্রার্থীর নিকট অনেক অসুবিধা এনে ফেলেন। যেমন কবিরাজের কাছে গেলাম তিনি পথ্যমরীচ্যাদির ব্যবস্থা করলেন; ডাক্তার lancet (ছুরি) দিয়ে ফোঁড়ার মুখ খুলে দেন, তা'তে যদি ডাক্তার কবিরাজের প্রতি বিরক্ত—অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁ' দিগকে মার্তে যাই,

'তাঁ'রা নির্দয়—মঙ্গলকাঙ্ক্ষী নহেন', বিচার করি, তা'হলে আমার দিক্ থেকে বিচারটা ভুল হ'ল। প্রকৃত মঙ্গলকারীকে—দয়াবান্‌কে অমঙ্গলকারী ও নির্দয় ব'লে ভুল কর্‌লাম। ভগবানের মায়া প্রলোভনের জিনিষগুলি এখানে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন; এত রকম টোপ, বড়শী, যাঁতাকল, জাল, শেকল আমার কাছে সাজান রয়েছে যে, আমি তা'তে ক'রে পৃথিবীর জালে আরও বেশ ক'রে জড়িয়ে পড়তে পারি। এ' সকল বড়্‌শীর প্রলোভনে প'ড়ে কখনও আমি যথেচ্ছাচারী 'অসৎ-কর্ম্মী' হচ্ছি, কখনও বা যাঁতাকলের প্রলোভনে প'ড়ে লোকহিতকর কার্য কর্‌বার নামে 'সৎকর্ম্মী' হচ্ছি, কখনও নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকেই ভাল মনে করছি, শাক্য সিংহ, কপিল, শঙ্করাচার্য প্রভৃতির মতকে আদর কর্‌ছি। কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদ—এই দুই প্রকার অন্যাভিলাযময় বিচারে প্রতারিত হ'য়ে যাঁ'রা

ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁ'দের যোগ্যতা বুঝে মায়াদেবী তাঁ'দের প্রলোভনের জন্য সেই রকম বিচিত্র টোপ সাজিয়ে রেখেছেন। ভগবানের কথায় নিযুক্ত হ'লেই জীবের মঙ্গল হ'বে; মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। ভগবান্ কা'রও স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না। তিনি চেতন ধর্ম্মের হন্তারক নহেন; চেতনতার বৈশিষ্ট্যে বাধা দিলে তাঁর নির্দয়তারই পরিচয় হ'ত। তিনি চেতন-বৃত্তির নিকট চেতন-বৃত্তির সৎ ও অসদ্ব্যবহারের কথাগুলি জানাচ্ছেন মাত্র। শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি বল্ছেন, জৈমিনি ঋষির অভ্যুদয়বাদের কথায়, দত্তাত্রেয়-শঙ্করাদির নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের কথায় নিরত হ'য়ো না। উহা চেতনতা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার নয়। ভগবানের সেবারূপ কর্ম্ম কর—ভগবানের সেবা যা'তে না হয়, ঐরূপ কর্ম্ম করো না। শ্রীচৈতন্যরূপে অচিদ্-অনুভূতিযুক্ত

জীবের মঙ্গলের জন্য—চেতনতা উৎপন্ন কর্‌বার জন্য ঐ সকল বল্‌ছেন। কেহই দুঃখেচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন না। পুত্র-শোক-কাতরা জননী বক্ষে করাঘাত কর্‌ছেন, পাষাণে মাথা কুট্‌ছেন—দুঃখ-বিনাশের জন্য। রোগী গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি কর্‌ছে—আশু প্রতিকার পাওয়ার জন্য। ফলাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মি-সম্প্রদায় বিভিন্ন ব্যবস্থা দ্বারা আশু প্রতিকারেরই চেষ্টা কর্‌ছেন। আমার Instantaneous Relief (তৎকালিক উপশম) পাওয়া দরকার—ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষী) কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত অভিলাষ। তাঁ'রা আপাত সুখকর ব্যাপারে Duped (প্রলুব্ধ) হ'য়ে মায়া-মরীচিকার প্রতি ধাবিত হ'চ্ছেন। আশু-প্রতিকার-প্রণালী হচ্ছে—'পৃথিবীর বাদশাহ্ হ'ব'—'স্বর্গের ইন্দ্র হ'ব'—'জগতের বহু সুখের ভোক্তা বা প্রদাতা হ'ব'—এই সকল। ইহা ঈশ্বর-বিমুখতা মাত্র।

নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানও আশু-প্রতিকার-প্রাপ্তি-চেষ্টারই আর একটা দিক্। আবার কিছু Fees (পারিশ্রমিক) দরকার In some Shape or other (কোনও না কোনও আকারে)। আমরা যে Part and parcel God-head (ভগবানের অবিচ্ছিন্ন অংশ), তাঁ'র থেকে আমাদিগকে Dissociated (বিচ্যুত) মনে করলেই ভোগ করতে ধাবিত হই। তখন মনে করি, আমার Canine tooth-এর (কুক্কুরদন্তের) সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক—যুবাধর্ম্মে প্রমত্ত হওয়া আবশ্যক—পাঁচটা লোককে Civic order-এ (সামাজিক-সভ্যতায়) আনাই আমার কর্তব্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব চেষ্টা ভগবদ্‌বিস্মৃতির ফলমাত্র; এ সকল প্রবৃত্তি—ভোগপ্রবৃত্তি—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।"

জীবাত্মা—গুণাতীত বস্তু; জীব 'মায়া' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভগবদ্ উপাসনা করেন। কিন্তু মায়ার ক্ষমতা অনেক অধিক। বহির্মূখ জীবের Aptitude–Inclination (চিত্তের প্রবণতা, অভিলাষ) হচ্ছে মায়াতে আবদ্ধ হওয়া—মৎস্য হ'য়ে টোপ খাওয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পৌত্র-প্রপৌত্র-বৃদ্ধ-প্রপ্রৌত্র যা'দের সঙ্গে কোনকালে দেখা হ'বে না, তা'দের ভোগের জন্য অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভোগের ইন্ধন যোগাড় ক'রে রেখে যাওয়া! তালগাছ পুতলাম—তার ফল পাবে অন্যে, যা'র সঙ্গে আমার কখনও দেখা হ'বে না। আমার বহু কষ্টের সঞ্চিত ধন-দৌলত যে একদিন উড়িয়ে দিবে, ত'ার জন্যই সব চেষ্টা। এ'প্রসঙ্গে শাস্ত্রে একটি শ্লোক আছে—

"কামদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।।"

হে ভগবান্! আমি কামাদি রিপুগণের কত প্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করেছি, তথাপি আমার প্রতি তা'দের করুণা হ'ল না, লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হ'ল না। হে যদুপতে! সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ ক'রেছি। তা'দিগকে পরিত্যাগ ক'রে আমি তোমার অভয় চরণে শরণাগত হ'য়েছি। তুমি এখন আমাকে তোমার দাস্যে নিযুক্ত কর।

কর্ম্ম-প্রধান ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে গৌণভাবে স্বীকার করেন, জ্ঞানি সম্প্রদায় ঈশ্বরের সহিত একীভূত হ'য়ে যাবার বাসনা করেন; কিন্তু আমরা সেরূপ কোন

দুরাশা পোষণ করি না। আমাদের আশা—যেন আমরা চিরকাল হরিদাসগণের **জুতাবরদার** হ'তে পারি—

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ।।"

আমাদের নিজেদের কোন বিদ্যা বুদ্ধি নাই; গুরুদাস-সূত্রে আমরা গুরুপাদপদ্মের সত্য বলি। আমরা নূতন কিছু প্রস্তাব করি না। ঐ একমাত্র সত্যকে পাওয়ার জন্য তদনুকূলে যে সকল কথা বলবার আছে, তাই মাত্র বলি।

জীবের স্বাধীন
.ইচ্ছার নিশ্চয়াত্মক স্বার্থকতা
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয়রূপ সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান। কিন্তু তাহা জীবের সকল কর্ম্মের দ্রষ্টা, ঈশ্বরের নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপ। তিনি জীবকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন না, কিন্তু তাহার স্বাধীন ইচ্ছার পথেও প্রতিবন্ধক হন না এবং অন্য এক ব্যবস্থানুযায়ী, তাঁহারই আদিষ্ট সাধুসন্তের এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সহায়তায় তিনি যে কোন প্রকারে তাঁর ভক্তকে তাঁর দিকে আকর্ষিত করিতে, তাহাকে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিতে স্বয়ং আবির্ভূত হন। "আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর, বৎসগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।" ধর্ম্মগ্রন্থাদির মত বহু বিজ্ঞপ্তি আছে, বহু প্রতিনিধিগণও এই কার্য্যে

রত রহিয়াছেন। "গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।" কিন্তু স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিও যে বিদ্যমান। সেই স্থানেই যত গোলোযোগ, কেহ কেহ নিরাশায় উক্তি করেন—কি? কেন তিনি আমাদের এই বিপজ্জনক স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি দিয়াছেন, যাহার প্রাপ্তিতে আমাদের নিরন্তর যাতনা ভোগ করিতে হয়? কি কারণে দিয়াছেন? তিনি সর্ব্বদর্শী; তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আমরা এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার করিতে পারি জানিয়াও কেন তিনি এইরূপ বস্তু আমাদের দান করিলেন। এই ইচছাশক্তি দিয়া, প্রতিপালক যেন অবোধ শিশুর হস্তে শানিত অস্ত্র দিয়াছেন, যাহাতে সে নিজেকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিতে পারে।

কিন্তু ইচ্ছাশক্তিহীন অস্তিত্ব তো জড়ের অস্তিত্ব,—জড়বস্তু। স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি হইল এক অমূল্যধন। এবং তাহার সাহায্যে আমরা রসাস্বাদনে সমর্থ হই।

জিহ্বা প্রদত্ত হইয়াছে—কেবলমাত্র তিক্তস্বাদ আস্বাদনের জন্য নহে, মিষ্টতা গ্রহণের জন্যও। রসাস্বাদনে অপারক জিহ্বা কোনো সময়েই মিষ্টত্ব উপভোগ করিতে পারিবে না। আমরা অনুক্ষণ জিহ্বাকে কেবলমাত্র তিক্তবস্তু আস্বাদন করাই বলিয়াই ঈশ্বরের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করি।

তিনি কি কারণে আমাদের জিহ্বা দিয়াছেন? আমরা যে সর্ব্বক্ষণ তিক্ত বস্তু সকলই আস্বাদন করিতেছি। কিন্তু তৎসঙ্গে মিষ্ট বস্তুর স্বাদ গ্রহণের জন্য ও জিহ্বার প্রয়োজন। সেইরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে ঈশ্বর অভীপ্সিত কার্য্যসাধনের জন্য স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োজন। আমরা কখনও কখনও তিক্তবস্তুর সংস্পর্শে আসি। তজ্জন্য কি আমরা সৃষ্টিকর্ত্তাকে দোষারোপ করিব? তিনি কেন দিয়াছেন? কোনো শ্রুতিকটু বাক্য কর্ণকে পীড়া দিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহার উচ্ছেদ সাধনের কথা

চিন্তা করিব না অথবা চক্ষু দ্বারা কখনও কোনো অবাঞ্ছিত দৃশ্য দেখিতে হয় বলিয়াই তাহাকে বিনষ্ট করিব না। আমাদিগকে চক্ষু প্রদান করা হইয়াছে এই কারণে, যে তদ্‌দ্বারা দিব্য সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হইবে। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের চক্ষুদান করা হইয়াছে। দৃষ্টিশক্তির অপসারণে আমরা প্রস্তরতুল্য হইব। অতএব স্বাধীন ইচ্ছাই সমস্ত বস্তুর সার, চরম নির্য্যাস। চক্ষু, কর্ণ এবং অন্যান্য বহু বস্তুসমূহও ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। আমাদের সত্তাও ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল। উহা হইতে বঞ্চিত হইলে আমরা প্রস্তরে পরিণত হইব। এবং তাহা কাহারও আকাঙ্ক্ষণীয় নহে।

প্রত্যেকটি বস্তুরই একটি উজ্জ্বল দিক আছে, এবং তাহার জন্যই বস্তুটির সৃষ্টি হইয়াছে এবং আমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে। ইহার কুব্যবহারে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত

হই, ইহা সৎ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলে আমরা সমৃদ্ধি লাভ করি। ইহাই প্রকৃত অবস্থা এবং আমাদের এখন ইহার উপর নির্ভর করিয়াই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। বস্তু সমূহের উজ্জ্বলিত দিকটি অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইব, সকল বস্তুই কল্যাণপ্রদ। সকল বস্তুই মঙ্গলকর,—পূর্ণমাত্রায়। একমাত্র আপনাকে সেই ঊর্দ্ধতর স্তরে উন্নীত করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত সমত্বের এবং পূর্ণ সুসঙ্গতির সন্ধান পাইব, সেখানে সবই আনন্দময়।

—ঃ*ঃ—

গৌড়-দেশীয় সত্যোপলব্ধির বা তত্ত্বানুভবের মানদণ্ড বলিতে যাহা গৌড়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসাশ্রমে উদিত হইয়াছে; উহাই গৌড়ের পূর্ব্বশৈলে উদিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ করুণালোকে সঞ্চারিত ও বিতরিত হইয়া জগৎ-জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছে। ইহাই সমগ্র আর্য্যভূমির বা ভারতের প্রাপ্তি বা সংসিদ্ধি এবং সমগ্র বিশ্বে ভারতের মর্য্যাদাময় দানের সর্ব্বোত্তম পদার্থ।

"—হে ভারত, তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও। তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।" শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় ভগবান্ জীবকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলেন কেন? নিয়ন্তৃ ঈশ্বরই ত' জীবরূপ জড় যন্ত্রের কল টিপিয়া দিয়া তাঁহাকে শরণাগত(?) করাইতে পারিতেন।...... অস্বতন্ত্র বস্তু কি কোন বস্তু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে পারে? অস্বতন্ত্র বস্তু কি শরণ গ্রহণ করিতে পারে? তাহা হইলে কে পারে? পূর্ব্বে যে ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া ইতর ধর্ম্ম-সমূহ গ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া সেই সকল ইতর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে।